# মনভূমির বসন্তে এসো

সঞ্জয় মুখার্জ্জী

জলছবি প্রকাশন

**মনভূমির বসন্তে এসো**
**সঞ্জয় মুখার্জ্জী**

স্বত্ব
**লেখক**

**প্রথম প্রকাশ**
একুশে বইমেলা, ২০১৯

**প্রকাশক**
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
**জলছবি প্রকাশন**
অস্থায়ী কার্যালয়
১১২, আবদুল আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭, ০১৯১৫৬৮৪৪৩৪
Email : jalchhabi2015@gmail.com

**ISBN : 978-984-93262-3-6**

**প্রচ্ছদ**
অনিন্দ্য হাসান

মূল্য : ২০০ টাকা

**পরিবেশক**

**ম্যাগনাম ওপাস**
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

**www.rokomari.com**
ফোন : ১৬২৯৭

**Monobhumir Bosontey Esho** by **Sanjoy Mukherjee**
Published by AKM Nasiruddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka
Published in Ekushey Boimela, 2019
Price Taka 200, US $ 8

## উৎসর্গ

তুমি—
কল্পনায় যার বসবাস
সারাক্ষণ সৃষ্টির প্রেরণা যোগায়...

# সূচি


| | | | |
|---|---|---|---|
| তোমাকে নিয়ে | ৭ | ৪৪ | বিনিসুতোর টন |
| ফিরে যাও তুমি | ৮ | ৪৫ | জলফড়িংয়ের স্বপ্ন |
| বেখেয়ালী রাত | ৯ | ৪৬ | আজ কোন গল্প হবে না |
| সময় এখন | ১০ | ৪৭ | একলা থাকার সময় |
| তবুও হয়নি দেখা | ১১ | ৪৮ | অনেক কথা আছে |
| তুমিও মিশে থাকো | ১২ | ৪৯ | দেখা হবে না |
| ভালোবাসা চাই | ১৩ | ৫০ | আমি অপলক পুড়বো |
| দোলনচাঁপার স্বপ্ন | ১৪ | ৫১ | তোমাকে পাবো বলে |
| অভিমানী মেঘ | ১৫ | ৫২ | একলা চাঁদের প্রহর |
| আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামুক | ১৬ | ৫৩ | বাধার পাহাড় |
| থমকে থাকা সময় | ১৭ | ৫৫ | বুকের মাঝে ফাগুন |
| প্রতীক্ষা প্রহর | ১৮ | ৫৬ | একটা সকাল |
| মনভূমির বসন্তে এসো | ১৯ | ৫৭ | বাস্তবতার কাব্যে |
| যদি একটা জীবন | ২০ | ৫৮ | যদি একবার কবি হতে |
| জানি তুমি আসবেই | ২১ | ৫৯ | হয়তো দেখা হবে না |
| এখনও তোমার পাশেই | ২২ | ৬০ | বৃষ্টিকাব্য |
| প্রথম যেদিন | ২৩ | ৬১ | কবির কষ্ট |
| ফিরবে নদী | ২৪ | ৬২ | কেমন আছো তুমি |
| প্রতিশ্রুতি | ২৫ | ৬৩ | এখনও আগের মতোই |
| অনুভবে আজও | ২৬ | ৬৪ | পাহাড়ে মেঘ ছুঁয়ে |
| বৃষ্টি ভিজি তোমার সাথে | ২৭ | ৬৫ | কতবার ফিরেছে বসন্ত |
| শুভাকাঙ্ক্ষী | ২৮ | ৬৬ | তবুও বৃষ্টি থাক |
| কখন আসবে তুমি | ২৯ | ৬৭ | তোমার সাথে পথ চলা |
| নেই তো সময় | ৩০ | ৬৮ | অন্য জীবন |
| ইচ্ছে ছুটুক আপন মনে | ৩১ | ৬৯ | মাঝরাতে বৃষ্টি নামলো |
| বসবো মুখোমুখি | ৩২ | ৭০ | চৈতালি সাঁঝবেলায় |
| কেন অনুভবে | ৩৩ | ৭১ | বুঝতে পারো কি |
| না বলা কথার গল্প | ৩৪ | ৭২ | রোদ পড়লেই |
| বদলে গেছো অপরাজিতা | ৩৫ | ৭৩ | মেঘের উড়ো চিঠি |
| তবুও স্বপ্ন বোনে | ৩৭ | ৭৪ | এই শহরে নিষিদ্ধ |
| উপেক্ষা অনুরাগ | ৩৮ | ৭৫ | আগামী ভোর |
| রয়ে যাও অধরায় | ৩৯ | ৭৬ | ইচ্ছে রাঙুক |
| অলিক স্বপ্ন | ৪০ | ৭৭ | সত্যের আড়ালে |
| বইছে জীবন নদীর মতো | ৪১ | ৭৮ | স্বপ্নেরা আসে |
| আমরা এখন | ৪২ | ৭৯ | তোমার সময়গুলো |
| ভাবনা যত | ৪৩ | ৮০ | চাইনি কিছুই |

## লেখকের আরও কয়েকটি বই

অধরার কাব্য (কাব্যগ্রন্থ)
আরও একটু দূরে কোথাও (কাব্যগ্রন্থ)
আগুনঝরা বর্ণমালা (কাব্যগ্রন্থ)
ইচ্ছে ডানায় উড়তে মানা (শিশুতোষ গল্প)
কল্পকথায় গল্প বলা (শিশুতোষ ছড়াকাহিনি)
ডাবলু মামার ভূতকাহিনি (শিশুতোষ গল্প)
নির্বাসিত জ্যোছনায় একলা চাঁদ (কাব্যগ্রন্থ)

## তোমাকে নিয়ে

তোমাকে নিয়ে
এখন আর কিছুই লিখতে ইচ্ছে করে না!

স্মৃতির পাতা হাতড়ে খুঁজে ফেরা পুরোনো স্বপ্নগুলো
এখন সব জঞ্জাল মনে হয়!
টপ রেটিংয়ের ইমোশোনাল রেসপন্সগুলো
সময়ের সাথে আর তাল মেলাতে না পেরে
বিবর্ণ হচ্ছে নিরন্তর,
বদলে যাওয়া সময় আর
নাগরিক ব্যস্ততার নীল দংশনে সবকিছুই
কেমন যেন অর্থহীন মনে হয় আজকাল!
রানিং আফটার মানি—এই টার্মের সাথে
সখ্যতা করিনি কখনও,
স্বাভাবিক স্বচ্ছলতার মাঝেই
অন্যের মুখে হাসি ফোটানোর আনফেইলিং প্রয়াস
চলমান রেখেছি অনিশ্চিত গন্তব্যে
কারো কাছেই নেই কোন প্রত্যাশা,
চাইনি কিছুই কখনও,
যা দিয়েছো মেনে নিয়েছি
ভেবেছি এটাই সর্বোত্তম প্রাপ্তি—আমার কর্মের!

তোমাকে নিয়ে
এখন সত্যিই আর কিছুই লিখতে ইচ্ছে করে না!

# ফিরে যাও তুমি

কেন বারবার নিজেকে নিঃস্ব করো
সোনারোদে গা ভিজিয়ে কেন আসো বারবার
কে বলেছে তোমায়
কাটাতে প্রতীক্ষার এমন বিষণ্ণ প্রহর
সাঁঝবেলা ঘিরে ঘরেফেরা পাখিদের সুখ
কখনই ফিরবে না আর
তুমি ফিরে যাও
ফিরে যাও তুমি!

কেন বারবার নিজেকে শূন্য করো
দুচোখের সবুজ দিয়ে আর কতদিন বুনবে
সবুজের অঙ্কুর বিবর্ণ এই মনভূমিতে
কে বলেছে তোমায় এমন করে
শূন্য হয়ে পূর্ণ করতে স্বপ্নহীন চোখের পাতা!

কেন আবারও ফেরাতে চাও
মিছেই কেন স্বপ্ন দেখাও বলতে পারো!
চলে যাওয়া দিন ফেরে না কখনই
ফিরে যাও তুমি
তুমি ফিরে যাও!

## বেখেয়ালী রাত

বেখেয়ালী রাত
কিছুই মনে রাখে না
ঝরেপড়া নক্ষত্রের অভিমান
জোছনার আলোময় উৎসব
রাতজাগা পাখিদের স্বপ্ন কিংবা
যোজন দূরের ইথারের কথোপকথন;
বদলে যাওয়া সময়ের হাত ধরে
কিছুই মনে রাখে না!

বেখেয়ালী রাত
কিছুই মনে থাকে না তার
কথার মালায় সম্পর্কের অটুট বন্ধন
চিলেকোঠায় বৃষ্টিভেজা সুখ
ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদের আবেগী পূর্ণতা
জমে থাকা নির্জনতায় আগামীর প্রতিশ্রুতি
পরিচর্যাহীন অভ্যস্ততায়
কিছুই মনে থাকে না তার!

বেখেয়ালী রাত
অভিমানী সময়ের পথচলায়
কিছুই মনে রাখে না
কিছুই মনে থাকে না তার!

## সময় এখন

সময়েরা আগের মত গতিময় নেই
ইচ্ছে-অনিচ্ছের মাঝে
এক দোদুল্যমান অনুভূতি!
কিছুতেই আর
জোট বাঁধে না নিউরন আন্দোলন!

এই তোমাকে ফোন করবো-করবো ভেবেও
ফোন করতে ভুলে যাই,
অফিস ফেরত সময়েরা
বড় বেশি অসহিষ্ণু আজকাল!
বাড়ি  ফিরতেই সবকিছু কেমন গুলিয়ে ফেলি!
মনে হয় আমি যেন
এই সংসার জীবনকেই নিয়েছি বেছে
জীবনের ব্রত হিসেবে!
সময়েরা সত্যিই বুঝি হারিয়েছে গতিময়তা!
ছুটির দিনগুলোতেও আজকাল
পাই না সময় একেবারেই!
ব্যস্ততায় কাটে সারাটাদিন!
এখানে-ওখানে অকারণ ছুটোছুটি—
কখনও মনেই পড়ে না
এই আমি কি সত্যিই এমন ছিলাম!

সময়েরা আগের মত নেই আর
হারিয়েছে গতিময়তা তার!
আর আমরা হারিয়েছি নস্টালজিক মুহূর্তসব!

## তবুও হয়নি দেখা

কেউ কাউকে দেখেনি ওরা কখনই
কখনও হয়নি দেখা মুখোমুখি
নিশ্চুপ ছবি আর হাজার রাতের কাব্যের সাথে
হয়েছে পরিচয় শুধু
জমেছে কথা অগুনতি চৈতি রাতের
শব্দমালায় জেগেছে প্রাণ
হয়েছে উন্মুখ বসন্ত অনন্তের
তবুও কেউ কাউকে দেখেনি ওরা!

শব্দের দ্যোতনায় জমেছে অভিমান
মেঘহীন স্বাপ্নিক আকাশ জুড়ে  জমেছে মেঘ ছন্দময়
ঝরেছে কাজল মেঘে ব্যথার শ্রাবণ
শরতের শুভ্রতায় ফুটেছে শিউলি কখন
দুই হৃদয়ের মোহানায়
অদেখা বন্ধনে বেড়েছে পিছুটান নিরন্তর,
তবুও হয়নি দেখা ওদের!
কাব্যময় শব্দমালা ছেড়ে
স্বপ্নময় সম্ভাবনা মেলেছে ডানা ক্রমশ
শব্দের স্বাধীনতা হয়েছে বাধাহীন
কাব্যের ব্যঞ্জনায় মিশেছে আবেগ
সম্পর্ক পেয়েছে গতি বহমান নদীর
উন্মুখ বাসনা হয়েছে তীব্রতর আরও
কাছে যাওয়ার
কাছে আসার
কাছে পাবার
তবুও হয়নি দেখা ওদের
হয়তো হবে না দেখা কখনই!

# তুমিও মিশে থাকো

আজ বহুদিন পর
পূবদিকের বন্ধ জানালাটা খুললাম
জানালা জুড়ে বেড়ে ওঠা মাধবী লতার মায়ায়
জড়িয়ে আছে একটানা বৃষ্টির সুবাস
একটু উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাতেই
চোখে পড়লো বৃষ্টিস্নাত কৃষ্ণচূড়ার লাল,
মনে পড়লো কতবার–কতদিন
ওর মুগ্ধতায় কেটেছে মোহাচ্ছন্ন মুহূর্তসব;
জানালার শার্শিতে এখনও বুঝি
কাটেনি তার মায়া!

আজ বৃষ্টির শব্দটা খুব চেনা লাগছে
কেন জানি না বৃষ্টির শব্দ শুনলেই
এখনও কেমন উদাস হয়ে ওঠে মন,
সব কাজ ফেলে ছুটে গিয়ে জানালার পাশে
আজও ছুটে যেতে ইচ্ছে করে।

বহুদিন পর আবারও
জানালার পাশে তেমনি বৃষ্টিমুখর দিনে
সেই আমি আগের মতই চোখ বন্ধ করে
ধ্যানমগ্ন রই—বৃষ্টির শব্দে আজও অনুভব করি
সেই কোমল স্পর্শ—যা মগ্ন রাখে সারাক্ষণ,
বৃষ্টিস্নাত মাধবীলতার সুখ ছুঁয়ে যায়
বৃষ্টির ছাঁট লেগে থাকা চোখের পাতায়;
আর শারীরিক অনুপস্থিতি নিয়ে
তুমিও মিশে থাকো
আমার সমস্ত সত্তা জুড়ে
এক মোহন আনন্দে!